REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৮ই শ্রাবণ বুধবার ১৩২৮, ইংরাজী 3rd August 1921. | ১২শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া জানেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শুক্ল মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারিশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কষ্টসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৸০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৸৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এল, পি, সিং, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৸০
" " ছোট শিশি ১৷৵০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

জমি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ।

মির্জ্জাপুরের নিকটস্থ নওদা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দাসীর অধীনে

২৬৴৪৵০ বিঘার কাত ৫৯৮০
১৩৷৷০ " " ২৮৶৫
৩।২ " " ৮৫

বহুতালীর নিকটস্থ নাদাই গ্রামে শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবীর অধীনে

৬৷৷০ বিঘার কাত ৭৲১৫
১৴০ " " ।৵১০

জমিদার শ্রীযুক্ত বুধসিংহ দুধুরিয়া অধীনে ১০।০ কাত ১০৲

উক্ত জোত জমাগুলি বিক্রয় হইবে যিনি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তিনি নিম্নের ঠিকানাতে অনুসন্ধান করুন ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন স্বর্ণকার
সাং জঙ্গিপুর ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ ।

১৮ই শ্রাবণ বুধবার ১৩২৮ সাল ।

বহরমপুরে নূতন সংবাদ পত্র ।

গত ১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার হইতে বহরমপুরে একখানি নূতন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে । কাগজখানির নাম "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" । প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশিত হইবে । সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়, কাগজখানি পুরাতন বলিলেও হয় ; কারণ "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" বলিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র পূর্ব্বে বহরমপুর হইতে বাহির হইয়া বন্ধ হইয়াছিল । সম্প্রতি 'বাই-উইকলি' আকারে ইহার পুনর্জন্ম হইল বলিতে হইবে । আমরা এই পুনর্জীবিত সহযোগীর দীর্ঘায়ু ও উন্নতি কামনা করি ।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সভা ।

গত ১লা আগষ্ট পুণ্যশ্লোক পরলোকগত তিলক মহারাজের তিরোভাব দিবসে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে বহরমপুর জাতীয় বিদ্যালয় বাটীতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন উদ্দেশ্যে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল । সভায় সময়োচিত বক্তৃতা ও পরে নগর-কীর্ত্তন হইয়াছিল । সভাসমিতির ত্রুটি নাই । আমাদের মুখ যত ফলে ক্ষেত তত ফলেনা এই দুঃখ ।

জঙ্গিপুরে বালিকা খুন ।

আসামীর ৫ বৎসর শ্রীঘর বাস ।

আয়েসা বিবি নামক জনৈকা একাদশ বর্ষীয়া মাতৃহীনা মুসলমান বালিকা জঙ্গিপুরে মাতামহাশ্রয়ে পালিতা হইতেছিল । গত ৮ই মে তারিখে সে বাটী হইতে বাহির হইয়া আর ফিরিয়া আইসে নাই । অনেক খোঁজ তল্লাস করার পর ৯ই মে গঙ্গার ধারে এক জমিতে তাহার মৃত দেহ পাওয়া যায় । পুলিশ তদন্ত করিয়া বাহির করেন যে জঙ্গিপুরের গোফুর সেখ নামক জনৈক মুসলমান যুবক তাহাকে ৮ই তারিখে নানাস্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল । গোফুরের স্বীকারোক্তি অনুসারে পুলিশ মৃতা আয়েসা বিবির অলঙ্কার রক্ষিত স্থান হইতে বাহির করে । মুর্শিদাবাদ দায়রা জজের বিচারে গোফুরের বিরুদ্ধে খুনের কোন প্রমাণ হয় নাই বটে কিন্তু বালিকাকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া ও তাহার অলঙ্কার লওয়া এই দুই অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় সে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে ।

পুলিশের প্রহারে মৃত্যু ।

বর্দ্ধমান নিউ কর্ড রেল লাইনের মনিরামপুর ষ্টেসনে এক পেশোয়ারী সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল । ষ্টেসন মাষ্টার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দুই জন চৌকীদারের হাতে সমর্পণ করেন । চৌকীদারেরা তাহাকে শ্রীরামপুরের বড় পুলিশ থানায় লইয়া যায় । থানায় হেড কনেষ্টবলের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় কনেষ্টবল বিক্রম চোবে তাহাকে প্রহার করে ! তাহাতে পেশোয়ারীও বিক্রমকে সেইখানে ধরিয়া রীতিমত পরিশোধ দেয় । বিক্রম সাহায্যের জন্য চীৎকার করায় বিরিঞ্চি চোবে ও রামদত্ত নামক দুই জন কনেষ্টবল আসিয়া পড়ে । তাহারা তিনজনে মিলিয়া সেই পেশোয়ারীকে লাঠি দিয়া প্রহার করিতে করিতে অচেতন করিয়া ফেলে । যে দুই জন চৌকীদার সেই ব্যক্তিকে শ্রীরামপুরে লইয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন কনেষ্টবলদের বাধা দিতে যায়, কিন্তু তাহারা ঐ চৌকীদারকেও প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেয় । চৌকীদার তখন ছুটিয়া হেড-কনেষ্টবলকে ডাকিয়া আনে । হেড কনেষ্টবল আসিয়া সেই পেশোয়ারীর মুখে জল দিতে থাকে । ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয় । কনেষ্টবলেরা মৃত-দেহকে থানার নিকট এক ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয় । কনেষ্টবল তিন জনকে চালান দেওয়া হইয়াছে ।

(সময়)

দশের বিচার ।

আইলের উপর রঘুনাথগঞ্জের দক্ষিণাংশের একটী পল্লী । এখানে কতিপয় মুসলমান বাস করে । উচ্চ শিক্ষা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই বলিলেই হয় । এই গ্রামের দুই জন মুসলমান মদ্যপান প্রভৃতি কুক্রিয়াসক্ত হইয়া সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিল । গত পূর্ব্ব সপ্তাহে উক্ত গ্রামবাসীগণ এক দিন সন্ধ্যাকালে একত্র সমবেত হইয়া আপরাধী ব্যক্তিদ্বয়কে ডাকাইয়া তাহাদের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাদিগকে জুতার মালা পরিয়া ও ছুতো হাঁড়ি মাথায় দিয়া ঢোল পিটিতে পিটিতে নগর প্রদক্ষিণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । অপরাধীরা এই সামাজিক দণ্ড অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে । শিক্ষাভিমানী মান্য গণ্য বাবুর দল ইহা দেখিয়া একটু আক্কেল পাইবেন কি ? তাঁহাদের দশের ত এরূপ বিচার করিবার ক্ষমতা নাই ।

অন্ধের প্রতি মা সরস্বতীর কৃপা ।

গত ১৯১৯ অব্দে শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত নামক অন্ধ বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল । এ বৎসর সে সেন্টপল সি, এম, এস কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ।

বহরমপুরে লাট সাহেব ।

আগামী ২৩শে আগষ্ট বঙ্গের লাট লর্ড রোনাল্ডসে বহরমপুর শুভাগমন করিবেন । টাউনে পদার্পণ ও টাউনের কতিপয় হোমড়া চোমড়া লোকের সহিত দেখা শুনা ও কথোপকথন করিয়া চলিয়া যাওয়া ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের স্বভাব সিদ্ধ গুণ । কিন্তু দেশের মধ্যে মান্য গণ্য ধনী লোক কত জন থাকে ? তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম । দেশের দরিদ্র, দুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালই বেশী । দীন হীন ইতর লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করিলে তাহাদের দুখের কথা না শুনিলে দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায় না । লাট বাহাদুর বোধ হয় তাহা করিবেন না ।

স্বায়ত্ত শাসন ও আভ্যন্তরিক অবস্থা ।

বিংশ শতাব্দির অপূর্ব্ব সভ্যতার যুগে স্বার্থান্ধ মনীব সম্প্রদায়ের স্বার্থের চক্রে পড়িয়া চা বাগানের কুলীগণ, বহু দিন হইতে অনাহারের ফলে আজ মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, দেশের সংবাদ পত্র সমূহ আজ এই সংবাদ জনসাধারণে প্রচার করিয়া সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে । ঐ সমস্ত কুলীগণের মধ্যে কিয়দংশের উপর চাঁদপুর ষ্টেষণে নৃশংশ অত্যাচার হইয়াছে । পরদুঃখ কাতর উদারপ্রাণ মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ ও অন্যান্য দেশীয় নেতৃবৃন্দের এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রাণপণ যত্নে ও চেষ্টায় যে, যে উপায়ে তাহারা নিজ নিজ দেশে যাইতে পারিয়াছে তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন । চা বাগানের কুলীগণের এই বিষম দুর্দ্দশা ভারতের একপ্রান্তে শিক্ষিত সমাজের চক্ষুর অন্তরালে বিদেশীয় স্বার্থপর মনীব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে । আমরা শিক্ষাভিমানী দেশবাসী ঐ সকল মনীব সম্প্রদায়কে প্রাণ ভরিয়া নিন্দা ও কটূক্তি করিতেছি এবং

নিজেরা যে মহৎ, প্রকারান্তরে সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিতেছি। কিন্তু এই আত্মগরিমা প্রচারকারী শিক্ষাভিমানী দেশবাসীগণের চক্ষের উপরে, তাহাদেরই স্বার্থপরতার পাকে পড়িয়া সমস্ত বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া উপরোক্ত কুলীগণেরই মত সহস্র সহস্র ভদ্র সন্তান অল্পাহারে, অচিকিৎসায় মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর, তাহার দিকে এখনও পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি অতি শীঘ্র তাহাদের হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন হয়ত তাহাদের দুঃখ কাহিনী ব্যক্ত করিবার জনাই মিঃ সি, এফ, এণ্ডরুজ প্রভৃতি পরদুঃখ কাতর উদারপ্রাণ মনস্বিগণকে স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। এই ভাগ্যবান কাহারা জানেন কি? আমাদেরই স্বদেশবাসী জমিদার বর্গের কর্ম্মচারীবৃন্দ।

জমিদারগণের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত কেহ কেহ বা শিক্ষার অভিমান মনে মনে পোষণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই বর্ত্তমান রাজনীতি নরম গরম উভয় প্রকারেই আলোচনা করেন, বড় বড় দেশ হিতৈষী কার্য্যে যোগদান করিয়া নাম প্রচার করেন এবং দেশ-বিদেশাগত সংবাদ পত্র সমূহ নিত্য পাঠ করেন। রিফর্ম স্কিমের কল্যাণে লাট দরবারে যাইবার পথ প্রশস্ত হওয়ায় ঐ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি বিশ্বের দরবারে "ইমাম সবাই বুদ্ধিমান আর পার্শি সবাই মূর্খ" ইহা প্রতিপন্ন করিবার মানসে, সৎ॥অসৎ উপায়ে বহু বহু টাকা খরচ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আশ্রিত দরিদ্র কর্ম্মচারিগণের ও প্রজাগণের "রিফর্মে'র" বেলায় অন্তরে ঠিক মাকালেরই মত গুণবত্তা প্রকাশ করিতেছেন না কি?

জমিদারগণ সাধারণত তাঁহাদের বরকন্দাজদিগকে ৬৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা তহশিলদারগণকেও ঐরূপ এবং সদর আমলাগণকে ১০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা বেতন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধার্য্যানুযায়ী দিয়া থাকেন। ৩০৲ টাকার বেতনের সদর আমলা প্রত্যেক জমিদারের সেরেস্তাতেই দুই একজনের বেশী নাই অবশিষ্ট সদর আমলাগণ ১০৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট রাজা, মহারাজা আখ্যাধারী জমিদারগণের সেরেস্তায় ১০০৲ টাকা ১৫০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারিও আছেন জানি কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। জমিদারগণের সেরেস্তায় তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণকে ঠিক কত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন তাহার সঠিক সংবাদ দেওয়া আমার পক্ষে কেন অনেকেরেই পক্ষে অসম্ভব। তবে অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহার একটা গড় করিয়া এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইল, কেহ ইহা অপেক্ষা দুই টাকা বেশী দেন বলিয়া আমার উপর রুষ্ট হইবেন না। কেহ কেহ দুই টাকা কমও দিয়া থাকেন।

দেশে আজ জীবন ধারণোপযোগী সকল দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি হওয়ায় বিদেশীয় গভর্ণমেণ্ট বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় যতদূর সম্ভব তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের দুরবস্থা নিবারণ কল্পে বহুপূর্ব্বেই বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদেরই দেশবাসী, স্বজাতি, স্বধর্ম্মাবলম্বী, শিক্ষাভিমানী, স্বরাজকামী এবং সংস্কারকামী জমিদারবর্গ, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া তাঁহাদের ভোগের অর্থ আহরণ করিয়া দিতেছে; তাহাদিগকে পেট ভরিয়া দুই বেলা দুমুঠো অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের অভাব মোচনে সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছুক। তাই এখনও পর্য্যন্ত কোনও জমিদার তাঁহাদের কর্ম্মচারিবৃন্দের দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। দিয়া থাকিলে সংবাদ পত্রের বহুল প্রচারের যুগে নিশ্চয়ই তাহা অপ্রকাশ থাকিত না। কোন কোন স্থানে আবেদন নিবেদন হওয়া স্বত্বেও কোন প্রতিকার হয় নাই। কোন স্থানে "উল্টা বুঝলি রাম"ও হইয়াছে। এই লজ্জাজনক ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সদর্পে উত্তর হইয়াছে "এষ্টেট নানারূপ ব্যয়ভারে প্রপীড়িত, এই বেতনে তোমরা ইচ্ছা করিলে থাকিতে পার নচেৎ অন্যত্র চলিয়া যাও।

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি উপরোক্ত খোলসা জবাবের পরও কর্ম্মচারিগণ "তরুরূপী সহিষ্ণুতা" শব্দের স্বার্থকতা দেখাইতে কিছুমাত্র ইতস্তত দেখায় নাই। কারণ? "গোলামের জাতি শিখেছি গোলামী"। জমিদার কর্ম্মচারিরা তো চা বাগানের কুলী নহে, তাহারা যে একটু শিক্ষার অভিমান রাখে, ভদ্র সন্তানের গরিমা রাখে। কুলীরা অসভ্য, আর ইঁহারা যে সভ্য, আত্মসম্মান জ্ঞান যে কুলীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। দুরদৃষ্ট আর কাকে বলে।

গত সপ্তাহের 'হিতবাদী' পত্রিকায় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানি ও তাহার কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, মেদিনীপুর কোম্পানির স্বত্বাধিকারীগণ বিদেশী তাই কর্ম্মচারীদিগকে হাত করিয়া প্রজাপীড়ন করেন; আর এতদ্দেশীয় জমিদারগণ স্বদেশী তাই কর্ম্মচারি ও প্রজা উভয়ই পীড়ন করেন। তাহা না হইলে এই দুর্মূল্যতার দিনে কর্ম্মচারিগণের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বেতনও হ্রাস করিয়া দেয় কোন যুক্তির বলে? ইহাইকি স্বায়ত্ত শাসন?

শ্রী—

৩১শে আষাঢ়।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জাঙ্গিপুরের এডিঃ মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই আগষ্ট ১৯২১।

—:০:—

১২ থাং ডিঃ সেবাইত নিত্যকালী দাসী দেঃ সাইফদ্দিন মিঞা দাবি ৭১৸/৮ পং গনকর মৌঃ নওদা ১১।৩ কাত ২৪৸০৷। আঃ ৩০৲

৩৯ থাং ডিঃ কালীচরণ সিংহ দেঃ কুসাই সেখ দাবি ১২৸/৬ পং ইসলামপুর মৌঃ বামুহা ২।২ কাত ১॥১৫ আঃ ৫৲

৪১ মর্গেজ ডিঃ তারাপদ দে নাবালক পক্ষে অলি মাতা বসন্তকুমারী দাসী দেঃ সুশীলচন্দ্র রায় দাবি ৫১৮/৩ পং কোঙরপ্রতাপ মৌঃ গোপালগঞ্জ ৩/১ কাত ৩৲১০ আঃ ৩০৲ ২নং লাট মৌঃ মাঠ রামকৃষ্ণপুর ১।৩ কাত ২/১২ আঃ ২০৲ ৩নং লাট নীলাম হইবে না। ৪নং লাট মৌঃ মেথপুরা /৪৸ কাত।৵১৫ আঃ ১০৲। ৫নং লাট ঐ মধ্যে ॥১৸০ কাত ॥৵০ আঃ ১০৲। ৬নং লাট নীলাম হইবে না।

৬৫ থাং ডিঃ জহরতালি বিশ্বাস দেঃ গনেশ ঘোষ দাবি ৪৫৸৵/১০ পং সুলতান উজিয়াল মৌঃ নজীরপুর ২২।২ কাত ৭৲৫ আঃ ১৫৲

৬৩ মনি ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে দেঃ বিনোদিনী দাসী দাবি ২১০॥/৩ পং কুঙরপ্রতাপ মৌঃ জগতাই ১২/০ কাত ১৭॥০ আঃ ১৮০৲

৫ থাং ডিঃ বিনোদবিহারী দাস দেঃ দেবেন্দ্র মাঝি দিং দাবি ১৬৩/৩ পং গনকর /৩ কাত দেওয়া নাই আঃ ৫০৲

কেবল দেড় টাকায়

প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।

এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্ট্যাম্প।

২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।

৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।

৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।

৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।

৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স

৩৭।৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯॥০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ স্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলায় অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা, ভিঃ পিতে ১।৴

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য
শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

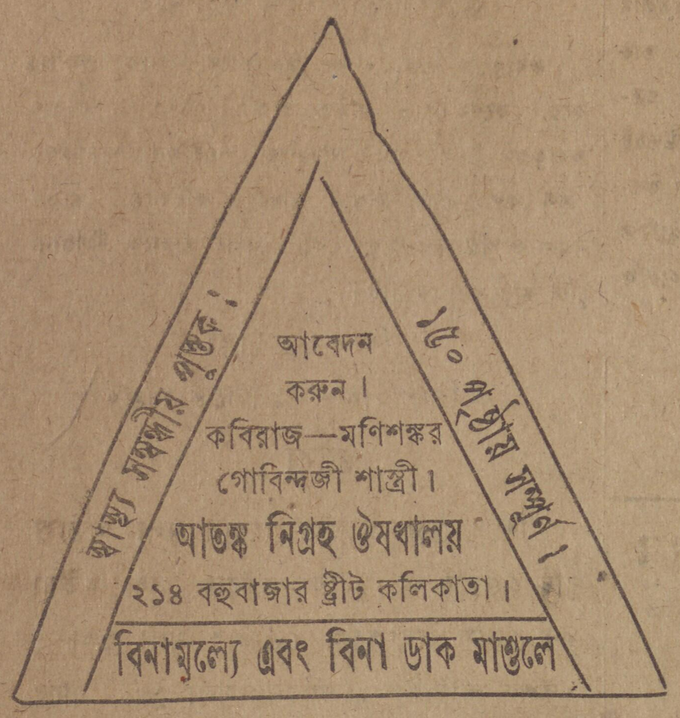

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন
করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর
গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস
লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ